শেরপুরে জামায়াত নেতা নিহতের ঘটনায় উত্তপ্ত পরিস্থিতি



সংগৃহীত ছবি

শেরপুরে জামায়াত ও বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষে জামায়াত নেতা রেজাউল করিম নিহত হওয়ার পর ঝিনাইগাতী উপজেলায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। এলাকায় বিরাজ করছে আতঙ্ক ও অস্বস্তির পরিবেশ।

বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা। মানুষের চলাচল কমে গেছে, যানবাহনও সীমিতভাবে চলাচল করছে। পুরো এলাকায় নীরবতা ও সতর্কতা লক্ষ করা গেছে।

এর আগে বুধবার (২৮ জানুয়ারি) শেরপুর-৩ আসনের নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ঝিনাইগাতীতে দুই পক্ষের মধ্যে একাধিকবার সংঘর্ষ হয়। এতে শ্রীবরদী উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি রেজাউল করিম নিহত হন এবং কয়েকজন আহত হন।

সূত্র জানায়, নিহতের মরদেহ বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তের পর দাফনের জন্য প্রস্তুত করা হবে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং জামালপুরে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান ফটক থেকে শুরু হওয়া মিছিল শহীদ আবু সাঈদ চত্বর ঘুরে আবার একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে হত্যার বিচার দাবিতে স্লোগান দেন অংশগ্রহণকারীরা।

জামালপুর শহরেও সকাল বাজার এলাকা থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে তমালতলা মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে দ্রুত বিচার নিশ্চিতের দাবি জানানো হয়।